যুগান্তর

তারিখ · 03 · JUL · 2010 ·
পৃষ্ঠা ·· ১ ·· কলাম ·· ৭

কাগজ ক্রয় ও টেন্ডার প্রক্রিয়ায় জটিলতা

বিনামূল্যের বই আগামী বছরও যথাসময়ে পাবে না শিক্ষার্থীরা

মুসতাক আহমদ

আগামী বছরও যথাসময়ে বিনামূল্যের বই পাবে না শিক্ষার্থীরা। বইয়ের কাগজ ক্রয় ও টেন্ডার প্রক্রিয়ার জটিলতাসহ এ খাতে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ নানা কৌশলে সিন্ডিকেটের পকেটস্থ করার সুগভীর ষড়যন্ত্রের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সময়মতো বই মুদ্রণে পজিটিভ তৈরি সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এক্ষেত্রে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) শীর্ষ কয়েকজন কর্মকর্তার ভূমিকাকে রহস্যজনক বলে মনে করছে সরকার। সেই সঙ্গে দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বই প্রকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ে সমন্বয়হীনতা এবং ফাইল চালাচালিও বই ছাপায় বিলম্ব ঘটাচ্ছে। আর এ অবস্থায় আগামী বছর শিক্ষার্থীরা সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় সবস্তরের শিক্ষার্থীকেই শেষ পর্যন্ত বিনামূল্যের বই ছাড়া ক্লাসে যেতে হবে। তবে প্রাথমিকের বইয়ের ব্যাপারে এই সংশয়ের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব আবু আলম খান শহীদ। তিনি যুগান্তরকে জানান, বই ছাপার প্রক্রিয়া বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে অবশ্যই সময়মতো বই ছাপার কাজ শেষ হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর বইয়ের আন্তর্জাতিক টেন্ডার হয়ে গেছে। বাকি দুটি শ্রেণীর বই দেশে ছাপানোর প্রক্রিয়া চলছে। এখানেও যদি সিন্ডিকেট স্যাবোটাজ করার চেষ্টা করে, তাহলে প্রয়োজনে বিদেশে ছাপানো হবে। তবু সময়মতোই শিশুদের হাতে বই পৌঁছানোর চেষ্টা বই : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

বই : বিনামূল্যের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা হবে। স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি স্তরে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আগামী বছরের জন্য সর্বমোট ২৩ কোটি বই লাগবে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে এসব বই ছেপে উপজেলায় পৌঁছানো হবে। সাধারণত খোলাবাজার থেকে কাগজ কিনে সরকার এসব বই ছাপতে দেয় মুদ্রণকারীদের। যে কারণে কাগজ যেমন টেন্ডারে কিনতে হয়, তেমনি বই ছাপতেও টেন্ডারে যেতে হয়। কিন্তু গত চলতি বছরের মতো এবারও এই টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। সেই সঙ্গে বাড়তি যুক্ত হয়েছে বইয়ের পজেটিভ তৈরি সমস্যা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকের বইয়ের জন্য গত বছরের শেষের দিকে কাগজের টেন্ডার শেষে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই কাগজ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এবার সরকার তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত রঙিন বই দেবে। সেজন্য অটো-বাইন্ডিং বইয়ের জন্য আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডাকা হয়েছে। শুরুতে এ নিয়ে বাধা থাকলেও সরকার তা উৎরাতে সক্ষম হয়েছে। তবে এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছে সরকার। দেয়া হয়নি কার্যাদেশ। এই স্তরের বাকি চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বই দেশেই ছাপা হওয়ার কথা। সে লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাগজ না আসায় কবে বই ছাপা কাজ শেষ হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসার দাখিল স্তরের বই ছাপার জন্য প্রায় ২৩ হাজার মেট্রিক টন কাগজ লাগবে। ২৩টি প্যাকেজে এই কাগজ কেনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু এই প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এনসিটিবির শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে মিল মালিকরা সিন্ডিকেট করে দর হেঁকেছেন। আর এর মাধ্যমে প্রায় ৬০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার উপক্রম হয়েছে। এর প্রমাণ মিলেছে, মন্ত্রণালয়ে কার্যাদেশের জন্য পাঠানো ২৩ প্যাকেজের মধ্যে ৭টিকে অনুমোদন দেয়ার ঘটনায়। পরে জাতীয় ক্রয় কমিটি থেকে আরও ৭টিসহ ১৪ প্যাকেজের কার্যাদেশের সিদ্ধান্ত আসায় বিতর্কের পালে হাওয়া লাগে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দর বেশি দেয়ার পরও বাংলাদেশের কোম্পানিগুলোকে কাজের জন্য মনোনয়নের আগে সরেজমিন মিল ঘুরে দেখা হয়। কিন্তু ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। পাশাপাশি গত বছর ভারতের আরেকটি প্রতিষ্ঠান কাগজ দিয়েছে। কিন্তু এ বছর ওই প্রতিষ্ঠানকে কাজের ক্ষেত্রে 'অনুপযুক্ত' করা হয়। এরই মধ্যে অনুপযুক্ত হওয়া ভারতীয় একটি কোম্পানি চ্যালেঞ্জ করে বসে। এমনকি কাগজের সবধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সব ব্যয় বহনেরও ঘোষণা দেয়। ওই কোম্পানি বিষয়টি সংসদীয় কমিটি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারা এনসিটিবিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় এই বলে যে, কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে তাদের কাগজের মান কোথায় খারাপ। গত বৃহস্পতিবার সংসদীয় কমিটির সভায় এ নিয়ে এক প্রকার নাজেহাল হন এনসিটিবি চেয়ারম্যান। শেষ পর্যন্ত কমিটি টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করে। সূত্র জানায়, সমস্যা এর চেয়েও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। যদি দু'একদিনের মধ্যেও কাগজের কার্যাদেশ দেয়া হয়, তাহলেও আগামী নভেম্বরের আগে কাগজ মিলবে না। সে অবস্থায় অক্টোবরে বই ছাপা কাজ শেষ করা নিয়ে সংশয় রয়েছে। সূত্র আরও জানায়, দু'মাস আগে এই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু এনসিটিবি এ নিয়ে কোন অদৃশ্য কারণে ধীরগতিতে এগোয়। আর এর ফলে এখন পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। এর পাশাপাশি বই ছাপানোর জন্য আলাদা যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, সেটা নিয়েও এনসিটিবির গড়িমসি চলছে। যার প্রভাব পড়বে শেষ পর্যন্ত শিশুদের হাতে বই তুলে দেয়ার সময়সীমায়। এই স্তরের সাধারণ মাধ্যমের বইয়ের পজেটিভের সমস্যা না থাকলেও ইংরেজি ভাষার বইয়ের পজেটিভ এখনও তৈরি সম্পন্ন হয়নি বলে জানা গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের মতো মাদ্রাসার দাখিল স্তরেও কাগজ আর টেন্ডার সমস্যা রয়েছে। বাড়তি যুক্ত হয়েছে পজেটিভ সমস্যা। এই স্তরে এখন পর্যন্ত বইয়ের পজেটিভ তৈরি হয়নি। একই অবস্থা কারিগরি স্তরের বইয়ের ক্ষেত্রেও। তবে এদিক থেকে কিছুটা সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে ইবতেদায়ী স্তর। এই স্তরে ৪০ প্যাকেজ বই ছাপানো হচ্ছে। এর মধ্যে ২৩ প্যাকেজের কার্যাদেশ ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে। বাকিগুলো অবশ্য পজেটিভ সমস্যার কারণে কার্যাদেশ দেয়া হয়নি। সব মিলিয়েই আগামী বছরের বই যথাসময়ে ছাপা না হওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর সংশয় দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ মুদ্রণ সমিতির নেতা তোফায়েল আহমদ শুক্রবার বিকালে জানান, এনসিটিবির সমস্যার বাইরে মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক সমস্যাও রয়েছে। দুই মন্ত্রণালয় এনসিটিবিকে মাঝখানে রেখে ফাইল চালাচালি করে। ফলে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত হয়। তাদের কাজের সমন্বয় দরকার। এর চেয়েও জরুরি দুই মন্ত্রণালয়ের এক জায়গায় বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটা করা হলে অক্টোবরে না হলেও ডিসেম্বরে কাজ সম্পন্ন সম্ভব। কিন্তু মন্ত্রণালয়কে সে কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে তারা স্মারকলিপিও দিয়েছেন বলে জানান তিনি। সার্বিক বিষয়ে কথা বলার জন্য গত কয়েকদিন ধরে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। তিনি অফিসে সাক্ষাৎ দেননি। মোবাইলে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।